দুঃস্বপ্নের ইতি

অরুণ জেটলি, রাজ্যসভা বিরোধী দলনেতা ১৫-০২-২০১৪

অবশেষে দুঃস্বপ্নের ইতি ঘটল। দিল্লিতে জঘন্যতম রাজ্য সরকার ক্ষমতা ছাড়ল। লেফট্যানান্ট গভর্নরের কাছে পদত্যাগপত্র পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে আপের সরকার। গত ৪৯ দিন ধরে একটা প্রথাবিরোধী সরকারের কার্যকলাপের সাক্ষী হলেন মানুষ। এটা এমনই একটা সরকার যাদের কোনও আদর্শও নেই। কর্মসূচিও নেই। এটা জনমোহিনী ও নায়ককেন্দ্রিক সরকার।

ধূর্ত রাজনীতি ও অপশাসন---- এটাই দিল্লির আপ সরকারের একমাত্র লক্ষ্য। সংখ্যাগরিষ্ঠের সরকারও ছিলনা এটা। ওদের ছিল মাত্র ২৮টা আসন। একক সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল বিজেপি। নির্লজজভাবে কংগ্রেসের সমর্থন নিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণের ব্যাপারে তাদের কোনও দ্বিধা ছিলনা। এদের অধিকাংস বিধায়কই অনভিজ্ঞ। একইসঙ্গে অপরিণত। এদের মধ্যে সবসময়ই একটা বিদ্রোহাত্মক এবং সুশাসনে অবিশ্বাসী মনোভাব।

পরিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের আদৌ কোনও উদ্যোগ কি নিয়েছে দিল্লির আপ সরকার? দিল্লির স্বাস্থ্য বিষয়ক সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির কোনও পরিকল্পনা তারা নিয়েছে ? নতুন স্কুল কলেজ তৈরীর বিষয়ে কি তারা ভাবনা চিন্তা করেছে? দিল্লিতে বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরীর ভাবনাচিন্তা কি করেচে তারা? দিল্লি মেট্রোর পরবর্তী পদক্ষেপ কি হবে ? আরও উড়ালপুল ও রাস্তাঘাট তৈরীর ব্যাপারে তাদের চিন্তাভাবনা কি ছিল? বড় শহরে যারা থাকেন তাদের জীবনযাত্রার মানের উন্নতির জন্য এগুলি হল প্রাথমিক শর্ত। ৪৯ দিনের সরকারের চিন্তাভাবনাতেও এগুলি আসেনি।

শুধুমাত্র বিপ্লবেই এরা নিজেদের কর্মকাণ্ড সীমাবদ্ধ রেখেছিল। কখনও বিক্ষোভ দেখিয়েছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর বিরুদ্ধে, কখনও পুলিস কমিশনার, কখনও লেফ্টেন্যান্ট গভর্নর তাদের বিক্ষোভের লক্ষ্য হয়েছেন। মিথ্যে কাল্পনিক শত্রু তৈরী করে তার বিরুদ্ধে লড়াই জারি রাখার কাজে ব্যস্ত রেখেছিল নিজেদের। তাঁদের নেতারাই কেবল সৎ, বাকীরা সবাই বিকিয়ে যাওয়া এরকম একটা অদ্ভুত বিশ্বাসের বশবর্তী ছিল তারা। সরকারে আসার পর থেকে প্রতিদিনই নিজেদের জনপ্রিয়তা হারিয়েছে তারা। পরে দল এটা বুঝতে পেরেছে যে তাদের নেতারা যাদের উপর মন্ত্রীত্বের দায়ভার তারা প্রত্যেকেই ছিল শোকেসে সাজিয়ে রাখা শোপিস। রাস্তাতেই তাদের

মানায় ভাল। তাই পালানোর পথ খুঁজছিল তারা। শেষদিন পর্যন্ত জনলোকপাল বিল আড়ালে রেখেছিল তারা। কেন্দ্রের আনা বিল থেকে পৃথক হওয়া সমভবপর না হলেও অযথা এই লোকপাল বিল নিয়ে তারা প্রচার চালিয়েছে যে এই বিল কেন্দ্রের আইনের থেকে অনেকটাই আলাদা ও এটি বিপ্লব আনবে। পদত্যাগের পথ হাতরাতে আইনের চিরাচরিত প্রক্রিয়াও লঙ্ঘন করেছে তারা।

ক্ষমতা পেয়ে আপের সরকার এতটাই উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল যে বিকল্প রাজনীতির খোঁজে যারা তাদের বাছাই করেছিল তাদের আশায় তারা জল ঢেলে দেয়। তাঁদের বিকল্প রাজনীতি জনমোহিনী, নায়ককেন্দ্রিক ও মিথ্যেয় ভরা। সেখানে সুশাসনের কোনও জায়গা ছিলনা। ইশ্বরকে ধন্যবাদ যে এরকম একটা দুঃস্বপ্নের ইতি ঘটেছে।